দায়িত্বশীলদের দৈনিক
দেশ রূপান্তর
তারিখঃ ০৯-১২-২০২৪ (পৃঃ ০৮)

হিলিতে ধানের ফলনে কৃষক খুশি

নজরুল ইসলাম খোকন

দিনাজপুরের হিলিতে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রোপা আমন ধান কাটা ও মাড়াই। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় অন্যবারের তুলনায় এবারে ধানের ভালো ফলন হয়েছে। সেই সঙ্গে এবার ধানের দাম ভালো হওয়ায় দারুণ খুশি কৃষক। এতে করে উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে লাভের আশা কৃষকদের। ফলে আগামীতে উচ্চফলনশীল ধানের আবাদ আরও বাড়বে বলে আশাবাদ কৃষি বিভাগের। অন্যবারের তুলনায় ধানের উৎপাদন খরচ বেশি হলেও চাহিদামাফিক ধানের দাম না পাওয়ায় খুব লাভ হবে না বলে দাবি বর্গাচাষিদের।

শস্যভাণ্ডার খ্যাত দিনাজপুরের হিলিতে বিস্তীর্ণ মাঠ জুড়ে শোভা পাচ্ছে সোনালি পাকা ধান। ধানের ভারে যেন নুয়ে পড়েছে বেশিরভাগ জমির ধান গাছ। বেশিরভাগ জমির ধান পেকে যাওয়ায় ধান কাটাও শুরু করেছেন কৃষকরা। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ও রোগবালাই ও পোকামাকড়ের তেমন আক্রমণ না থাকায় ধানের ভালো ফলন হয়েছে।

হিলির খাট্টাউসনা গ্রামের কৃষক মিরাজুল ইসলাম বলেন, এ বছর আবহাওয়া মোটামুটি ভালোই ছিল। পোকামাকড়ের আক্রমণ বিশেষ করে কারেন্ট পোকার আক্রমণ তেমন ছিল না। মাজরা পোকাসহ কিছু পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলেও সঠিক সময় মতো ওষুধ দেওয়ায় ধানের তেমন একটা সমস্যা হয়নি। বিঘাপ্রতি ধানের ফলন ১৮ থেকে ২০ মণ করে ধান পাওয়া যাচ্ছে আর বর্তমানে বাজারে ধান বিক্রি হচ্ছে ১৪০০ টাকা মণ। সেই হিসাব করলে ধান চাষাবাদ লাভ হবে। আমাদের এক বিঘা জমিতে ধান রোপণ থেকে শুরু করে কাটা পর্যন্ত সব খরচ মিলিয়ে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা লেগেছে। বিঘাপ্রতি ধানের ফলন হচ্ছে ১৮ থেকে ২০ মণ, তাতে করে এক বিঘা জমির ধান বিক্রি করে ২৫ থেকে ২৭ হাজার টাকা পাওয়া যাচ্ছে। হিসাব করে দেখা যাচ্ছে, ১৫ হাজার টাকা লাভ থাকছে।

হিলির ইসমাইলপুর গ্রামের কৃষক আফজাল হোসেন বলেন, গতবারের চেয়ে ধানের ফলন ভালোই হয়েছে। এরপর ধানের যে দাম যাচ্ছে তাতে করে দাম বেশ ভালোই রয়েছে। তবে অন্যবারের তুলনায় এবার সার-কীটনাশকের দাম একটু বেশি হওয়ায় ধানের উৎপাদন খরচ বেশি হয়েছে। তা না হলে কৃষকরা আরও বেশি লাভবান হতে পারত।

হিলির খাট্টাউসনা গ্রামের কৃষক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, অন্যবারের তুলনায় সার ও কীটনাশকের দাম বেশি, শ্রমিকের মজুরি বেশি– সবকিছুর দামই বেশি। সেই হিসাবে ধানের ফলন ভালোই হচ্ছে কিন্তু ধানের যে দাম তাতে করে খুব একটা লাভ হবে না। যাদের ধানের ফলন ১৮ থেকে ২০ মণ হচ্ছে তাদের বেশ ভালোই লাভ হবে, কিন্তু যাদের ১৫ থেকে ১৬ মণ বা তার কম হচ্ছে তাদের লাভ খুব একটু হবে না বাড়তি খরচের কারণে। যে হারে উৎপাদন খরচ বাড়ছে সেই হিসাবে ধানের দাম আরও একটু বেশি ১৫০০ থেকে ১৬০০ টাকা হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু বর্তমানে যে বাজার রয়েছে ১৪০০ টাকা সেটিও স্থির থাকছে না। যাদের নিজেদের জমি রয়েছে তারা লাভবান হবেন। কিন্তু যারা বর্গাচাষি তাদের খুব একটা লাভ হবে না।

হিলির জালালপুর গ্রামের বর্গাচাষি কৃষক সুজন হোসেন বলেন, আমি মানুষের জমি বর্গা নিয়ে রোপা আমন ধান চাষ করেছি। জমির মালিককে বিঘাপ্রতি ৬ মণ করে ধান দিতে হবে। জমির মালিককে দিয়ে মাত্র ৯ থেকে ১০ মণ ধান টিকবে। এক বিঘা জমি ধান লাগানো থেকে কাটা পর্যন্ত ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা লাগছে। বর্তমানে যে ধানের দাম তাতে করে ১২ থেকে ১৪ হাজার টাকা পাওয়া যাচ্ছে। খরচ বাদ দিলে ২ হাজার টাকার মতো লাভ থাকছে তাই ধানের দামটা যদি ১৫০০ থেকে ১৬০০ টাকা থাকত, সেই সঙ্গে সার কীটনাশকের দামটা যদি কম হতো তাহলে লাভের মুখ দেখতে পেতাম।

হাকিমপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আরজেনা বলেন, রোপা আমন ধান কাটা চলছে। এখন পর্যন্ত ৫ হাজার ৮২২ হেক্টর জমির ধান অর্থাৎ ৭২ শতাংশ জমির ধান কাটা হয়েছে। আগাম যে ধানের জাত ব্রি ধান ৭৫,৮৭, ১০৩ এই জাতগুলোর ফলন বিঘাপ্রতি ২১ থেকে ২২ মণ পর্যন্ত কৃষকরা পেয়েছেন। যা গত দুই থেকে তিন বছরের তুলনায় এবারের ফলন অনেক বেশি। আগামীতে কৃষি বিভাগের পরামর্শ নিয়ে কৃষকরা আগাম জাতের ধান ও উচ্চ ফলনশীল ধানগুলো চাষাবাদে আরও বেশি আগ্রহী হয়ে উঠবেন। এ মৌসুমে হাকিমপুর উপজেলায় ৮ হাজার ১১৭ হেক্টর জমিতে রোপা আমন ধান চাষাবাদ করা হয়েছে, যা থেকে ২৮ হাজার ৮১৫ টন ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা আশা করছি, ধান উৎপাদনের সেই লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে।

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ০৯-১২-২০২৪ (পৃঃ ১১)

কুড়িগ্রাম : বীজতলা তৈরি করছেন এক কৃষক -জনকণ্ঠ

বোরো বীজতলা তৈরিতে ব্যস্ত কৃষক

স্টাফ রিপোর্টার, কুড়িগ্রাম ॥ উলিপুরে আমন ধান কাটা-মাড়াই শেষ হতে না হতেই বোরোধান চাষাবাদের প্রস্তুতি হিসেবে বীজতলা তৈরি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বিভিন্ন এলাকার কৃষকরা।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরে উপজেলার ১৩টি ইউনিয়নে ও একটি পৌরসভায় মোট ২২ হাজার ৫৪০ হেক্টর জমিতে বোরোধান চাষাবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বোরো বীজতলা তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এক হাজার ৪০৫ হেক্টর জমি। এরমধ্যে উফশী বা উচ্চ ফলনশীল জাতের ৭৫৫ হেক্টর, হাইব্রিড ৫৩০ হেক্টর, স্থানীয় ২০ হেক্টর এবং আদর্শ বীজতলা ১০০ হেক্টর জমি।

উপজেলার তবকপুর ইউনিয়নের নিরাশির বিল, ধরণীবাড়ী ইউনিয়নের মাঝবিল, উলিপুর পৌরসভার মান্দিরার বিল, ডুবাচরীর দোলা, নাওডাঙ্গার বিল এলাকাগুলোতে কৃষকদের বোরো ধানের বীজতলা তৈরির কর্মব্যস্ততা ছিল চোখে পড়ার মতো। কেউ বীজতলায় সেচ দিচ্ছে, কেউ লাঙ্গল অথবা কোদাল দিয়ে বীজতলা চাষ করছে, অনেকেই মই দিয়ে বীজতলা সমান করছেন। আবার কোনো কোনো চাষি অঙ্কুরিত বীজ ধানগুলো বীজতলায় ছিটাচ্ছে পরম যত্নে। এমন দৃশ্য উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় দেখতে পাওয়া গেছে। বীজতলার জন্য সাধারণত এসব নিচু ও খাল বিলের জমি নির্বাচন করা হয়ে থাকে। শুষ্ক মৌসুম বা নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এসব নিচু জমি ও বিলের পানি শুকিয়ে যায়। ঠিক তখনই শুরু হয় বীজতলা তৈরির এই মহোৎসব।

কৃষকরা জানায়, আগে বীজ বপন করতে পারলে ধানের চারা সতেজ সুন্দর হয়। আগাম বীজতলার চারা রোপণ করলে ধানের ফলন ভালো হয়।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোশাররফ হোসেন বলেন, উপজেলায় ৬ হাজার কৃষককে কৃষি প্রণোদনার আওতায় আনা হয়েছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে কৃষি প্রণোদনার ধান বীজ বিতরণ শেষ হবে।

ধর্মপাশা

নিজস্ব সংবাদদাতা ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ থেকে জানান, হাওড় বেষ্টিত ভাটি এলাকা বোরো ধান উৎপাদনের কেন্দ্রস্থল এ উপজেলার কৃষকরা বোরো ধানের চারা তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছে। তবে এ বছর কৃষকরা বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানির বীজের প্রতি মনোযোগী হয়ে ধানের চারা তৈরি করছে। এতে চলতি মৌসুমে সরকারি বিএডিসির উৎপাদিত বীজ ধানের প্রতি অনেক কৃষকের তেমন একটা আস্থা নেই।

কৃষকদের আস্থা ও চাহিদা এখন বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানির প্রতি। যেমন, টাঙ্গাইল মধুপুর থেকে উৎপাদিত মিজান সিড, এখন কৃষকদের মন কেড়ে নিয়েছে, আতিক সিডও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। কৃষকরা অভিযোগ করে বলেন, ১০ কেজি ওজনের বিএডিসি বীজ ধানের প্যাকেটের মধ্যে অধিকাংশ প্যাকেটের বীজ ধান মানগুষিত হলেও এখন তা বিপরীত। তাই আমাদের এখন প্রাইভেট কোম্পানির বীজের প্রতি আস্থা ও ভরসা। মিজান ও আতিক সিডের বিকল্প নেই । ওই কোম্পানির বীজ ধানের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যায় বলে কৃষকদের মন্তব্য।

ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের কৃষক বুলবুল মিয়া আবেগের সঙ্গে বলেন, ধর্মপাশা বাজার বিএডিসি অনুমোদিত বীজ ডিলার গত বছর সামসুল আলমের বিক্রয় কেন্দ্র থেকে ২৮ বস্তা ব্রি ধান ২৮ ও ২৯ জাতের বীজ ধান নিয়ে বিকেলে পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর একটি ধান থেকেও বীজ গজায়নি। পরবর্তীতে বিএডিসি বীজ ধানের খালি বস্তা নিয়ে ডিলারের সঙ্গে দেখা করে বিস্তারিত বলার পরও তিনি কোনো প্রকার সহযোগিতা করেননি।

পরবর্তীতে প্রাইভেট কোম্পানির মিজান সিডের বীজ ধান নিয়ে চারা তৈরি করে ওই চারা রোপণ করায় জমিতে চমৎকার ফলন হয়েছে। এ বছর ভারতীয় মিতালি ১,২,৩, ও মিতালি ৪ জাতের ১ কেজি প্যাকেট বীজ ধানের ফলন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ায় মিতালি বীজ ধানের প্রতি কৃষকদের আস্থা রয়েছে। এর চাহিদাও অনেক বেশি।

এ ব্যাপারে উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল্লাহ আল মাসুদ তুষার বলেন, এ বছর আমাদের বিএডিসির উৎপাদিত বীজ ধানের প্রতি কৃষকদের আস্থা অনেকটা কমিয়ে প্রাইভেট কোম্পানির বীজ ব্যবহার করছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ০৯-১২-২০২৪ (পৃঃ ০৬)

তালা (সাতক্ষীরা) : বোরোর বীজতলা তৈরির কাজ করছেন এক কৃষক —ইত্তেফাক

তালায় বোরোর বীজতলা তৈরিতে ব্যস্ত কৃষক

■ তালা (সাতক্ষীরা) সংবাদদাতা

ভারী বৃষ্টি, বন্যা আর নদীভাঙনের কারণে অগ্রহায়ণে আমনের খেতে হাসি দেখা যায়নি কৃষকের মুখে। মৌসুমের শুরুতে অনাবৃষ্টি আর শেষে অতিবৃষ্টি কৃষকের হাসি কেড়ে নেয়। হেমন্তের এই দিনে যে বিলগুলোতে থাকার কথা ছিল সোনালি ধানের সমারোহ। সেই বিলগুলোতে এখনো পানিতে থই থই করছে। পানি ভরা বিলে আগাম বোরো চাষ করে ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার স্বপ্নে বিভোর কৃষক। তাই তালায় চলতি বোরো মৌসুমে বীজতলা তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকরা। রীতিমতো কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছেন তারা।

দোকানগুলোতে বেড়েছে কৃষকদের উন্নত ফলনশীল জাতের বোরো ধানের বীজ কেনার হিড়িক। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত বোরো ধানের ২৭টি জাতের মধ্যে কৃষকরা সব বীজ কিনছেন না বলে জানান ব্যবসায়ীরা। তালার বারুইহাটী, মহান্দী, খলিলনগর, নলতা, তেঁতুলিয়া, ইসলামকাটী, গোপালপুর, শাঁকদহ, মিঠাবাড়ী, ধানদিয়া, নগরঘাটা, কুমিরা, খলিষখালীসহ অধিকাংশ বিলে মাছ চাষ হওয়ায় আমন ধানের পরিবর্তে বোরো ধানই কৃষকদের একমাত্র ভরসা। বোরো ধান চাষ করে একদিকে নিজেদের চালের চাহিদা মেটানো, অপরদিকে মাছ চাষে লোকসান থাকলে বোরো ধান চাষ করে লোকসানটা পুষিয়ে নেয়।

চাষিরা বলেন, আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় বীজতলা তৈরিতে তেমন কোনো সমস্যা হচ্ছে না। ডিসেম্বরের শেষে অথবা জানুয়ারির শুরুতেই জমিতে বোরো ধানের চারা রোপণ শুরু করবেন বলে আশা করছেন কৃষক। এছাড়া ঝড়-বৃষ্টির মৌসুম আসার আগেই যেন বোরো ধান কেটে বাড়িতে তোলা যায় এজন্য কৃষকরা আগাম বীজতলা তৈরি করছেন।

নগরঘাটা গ্রামের কৃষক মনিরুল ইসলাম বলেন, চার বিঘা জমিতে বোরো চাষের লক্ষ্যে তিনি আগাম বীজতলা তৈরি করছেন। আগাম বীজতলা তৈরি করে আগাম চারা রোপণ করলে আগাম ফসল ঘরে তোলা সম্ভব হবে। কুমিরা গ্রামের কৃষক আজিবার রহমান জানান, এ বছর ব্রি-২৮, ব্রি ৮৮ ও হাইব্রিড চাষে ঝুঁকছেন চাষিরা।

তালা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাজিরা খাতুন বলেন, এবছর ১৯ হাজার ৫৫৫ হেক্টর জমিতে বোরো চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। চাষিরা বোরো চাষের জন্য আগাম প্রস্তুতি নিয়ে বীজতলা তৈরিতে প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। আশা করছি, আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে ধান চাষ হবে।